ভোরের কাগজ

22/10/2005

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢা.বিতে ছাত্রদলের দুগ্রুপে গুলি বিনিময়, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে গতকাল দুপুরে ব্যাপক গোলাগুলি এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় ১৫-২০ রাউন্ড গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস এলাকা। আতঙ্কিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের ক্যাডারদের হাতে প্রকাশ্যে অস্ত্র দেখা গেছে। ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের এক মহিলা কর্মীকে ছাত্রদলের জনৈক নেতার উপেক্ষা করা এবং ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল এই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে বলে সংগঠনের একাধিক সূত্র জানায়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার গঠনের ১০ দিনের মাথায় ঢা.বি. তে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ এই কোন্দলের ঘটনা ঘটলো।

এদিকে ঘটনার পর পরই পুলিশ সূর্যসেন হলে তল্লাশি চালাতে গিয়েও তল্লাশি না চালিয়েই ফিরে আসে বলে জানা যায়. এ সময় বেশ কয়েকজন বহিরাগত এবং অস্ত্রধারী ছাত্র পুলিশের সামনেই হলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদল নেতা মামুনের বাধার কারণে পুলিশ হল তল্লাশি না করেই ফিরে আসে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ছাত্রদল জিয়া হলের কর্মী শাওন এবং ইকবাল ঐ হলের ছাত্রলীগ থেকে ছাত্রদলে যোগ দেওয়া মনি এবং স্বপনকে গতকাল কলা ভবনের সামনে চড়-থাপ্পড় মারে। এ সময় মনি এবং স্বপনের সমর্থনে ছাত্রদল সূর্যসেন হলের নেতা নিরব এবং ফরহাদ এগিয়ে আসে এবং শাওন, ইকবালকে শাসিয়ে দেয়। ছাত্রদল নেতা মুরাদের মধ্যস্থতায় শাওন, ইকবাল মধুর ক্যান্টিনে চলে যায় এবং পরে তারা হলে ফিরে আসার সময় ফরহাদ এবং নিরব তাদের সশস্ত্র অবস্থায় ঘিরে ধরে। তারা ইকবালের দু কোমরে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে লাথি মারে। পরে শাওন, ইকবালসহ অন্যরা দৌড়ে আইবিএর দিকে চলে যায়। পরে জিয়া হলের নেতাদের নিয়ে তারা সংগঠিত হয়ে সূর্যসেন হলের দিকে আসলে ফরহাদ, নিরবসহ আরো অনেকে তাদের ওপর গুলি করে। এ সময় ছাত্রদল ঢা. বি. সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন কোমর থেকে কাটা রাইফেল বের করেন গুলি করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়। পরে পুলিশ চলে আসলে অস্ত্রটি তিনি এক জুনিয়র ক্যাডারকে দিয়ে দেন। উভয় গ্রুপ এ সময় ১২-১৫ রাউন্ড গুলি ফোটায়। তবে এর মধ্যে মামুন গ্রুপের কর্মীরাই ১০/১২ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে বলে ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়। এ ঘটনার সময় জসীমউদদীন হল এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সূর্যসেন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদলের এক নেতাও এ সময় ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে মামুন গ্রুপের গুলিবর্ষণের কাউন্টার হিসেবে।

এদিকে ছাত্রদলের নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র জানায়, গতকালের ঘটনার সূত্রপাত হয় ছাত্রদলের এক মহিলা কর্মীকে নিয়ে।

সূত্র জানায়; ছাত্রদল শামসুন্নাহার হল শাখার সভাপতি লুচি গতকাল ছাত্রদল নেতা আসাদের সঙ্গে হলের প্রথম বর্ষের এক মহিলা কর্মী মৌকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ সময় আসাদ ঐ কর্মীকে পাত্তা না দেওয়ায় অপমানিত বোধ করেন পিন্টু সমর্থিত মামুন গ্রুপের নেত্রী লুচি। আসাদকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'বেশি চর্বি হয়ে গিয়েছে।'

সূত্র আরো জানায়, লুচি এ ঘটনা মামুন এবং ছাত্রদল নেতা মনির হোসেনকে জানায় এবং আসাদের বিরুদ্ধে তাদের কাছে প্রতিবাদ করতে থাকে। এ সময় জহুরুল হক হলের রাহাত এবং জিয়া হলের শাওনসহ অন্যরা লুচির বক্তব্যের বিরুদ্ধে কথা বললে মামুন এবং তার গ্রুপের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়। পরে শাওন এবং অন্যরা মধুর ক্যান্টিন থেকে জিয়া হলে ফেরার সময় মামুন গ্রুপের সশস্ত্র ক্যাডার ফরহাদ, নিরবসহ কয়েকজন তাদের ওপর হামলা চালায় এবং ফাঁকা গুলি করে। ঘটনার পর মামুনসহ ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জিয়া এবং জসীমউদদীন হলের গেটে আসলে মামুন বিরোধী লাল্টু এবং মনির গ্রুপের কর্মীরা মামুনকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকে। তারা এ সময় বহিরাগতদের প্রশয় দেওয়া এবং ছাত্রলীগের দু কর্মীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মামুনকে অভিযোগ করে নেতৃবৃন্দের কাছে মামুনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরে নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। ক্যাম্পাসে এ সময় ব্যাপক পুলিশের আগমন ঘটে। এ ঘটনার পর জসীমউদদীন হলের মামুন গ্রুপের কর্মী সোহান, মোশাররফ, তারেক, জসীম, আরিফ, প্রমুখ হলে আসেনি বলে জানা যায়। ক্যাম্পাসে বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

প্রসঙ্গত, ঢা. বি. তে সর্বশেষ ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় গত বছর। সে বছর ছাত্রদলের পিন্টু গ্রুপ এবং লাল্টু গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ক্যাম্পাসে পিন্টু গ্রুপের ১ জন বহিরাগত ক্যাডার নিহত হয়।